দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১০ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় মাসিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, বিভিন্ন ইউনিটের বিজিবি কোম্পানি কমান্ড সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা মাসিক সভায় প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু প্রথমে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন উপহার দেওয়ায় রিটার্নিং কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন মাদক ইভটিজিং চোরাকারবার বাল্যবিবাহ এসব প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করলে আমরা ২০৪১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে পারব ইনশাল্লাহ। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে, দেশের মানুষ ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে আজ রবিবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাসিক সভায় মানব পাচার প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ, চোরাচালান মামলা সমূহ নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং সেলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে জেলার আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানান।

উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সহ চার উপজেলার নির্বাহী অফিসার বৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শীতবস্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের উদ্যোগে দুস্থ শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের শাখা কার্যালয়ে এ শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক,আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার,সাধারণ সম্পাদক কবি,সাহিত্যিক নাট্যকার হামিদুল ইসলাম,গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার,লিটন চানাচুর ফ্যাক্টরির মালিক হাজী লিটন মিয়া,কবি আব্দুল খালেক,কবি জোয়াদ আলী মন্ডল,বিশারত মন্ডল,বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আবুল কালাম আজাদ,সানবিম ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষক বাবু,আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারে এসে পৌছালে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্নিগ্ধা দাস।এ সময় প্রধান বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ম তাপ মাত্রা চলছে।

গরীব দুঃস্থ মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে।আমরা প্রশাসনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব দিয়ে যাচ্ছি।সমাজের বিত্তবানরা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে প্রচন্ড শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

এখানে কবি গোলাম রহামন প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বলে জানতে পারলাম,তাই তার শীত বস্ত্রের সাথে সরকারি ত্রাণের কম্বল বিতরণ করা হল।

দামুড়হুদায় আলমারী ভেঙ্গে প্রায় ৫ লাখ টাকা চুরির অভিযোগ

দামুড়হুদার পুড়াপাড়ার তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মের আলমারী ভেঙ্গে ব্যবসায়ীর ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান হাবীব ও তার সহযোগী জহির কে স্থানীয়দের সহযোগিতায় হেফাজতে নেয় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত ১১ টার দিকে তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। এরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব ও একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন। এবিষয়ে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী শমশের আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় ৩ জনকে আসামি করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামের খোদা বক্স শেখের ছেলে শমশের আলী দামুড়হুদা পুড়াপাড়ায় অবস্থিত তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মে ভূষি মালের আড়ত করে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

অভিযুক্তদের সাথে সখ্যতা থাকার কারনে তারা প্রায় দিন আড়তে আসা যাওয়া করতো। এরই এক পর্যায়ে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে অভিযুক্তরা শমশের আলী’র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাই। আছরের আজান হলে তাদেরকে অফিসে রেখে শমসের আলী নামাজ পরতে যাই। এসে দেখে কেউ নেই। অফিসের আলমারির তালা ভাঙ্গা ও ড্রয়ার মেঝেতে পরে আছে। ওই ড্রয়ারে নগদ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা রাখা ছিলো। যা চুরি হয়ে যায়। এসময় শমশের আলীর ডাক চিৎকারে ফার্মের কর্মরত শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

শ্রমিকরা জানায় দামুড়হুদা দশমীপাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন ও দামুড়হুদা গার্লস স্কুল পাড়ার খোকন হোসেনের ছেলে কাশেম আলী ঘরে ঢুকেছিল। এরপর হাবিবুর রহমান ও জহির হোসেন ঘটনাস্থলে আসলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ঘটনা অস্বীকার করে। উপস্থিত জনতা

উত্তেজিত হয়ে তাদেরকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ২ জনকে হেফাজতে নেয়। পরে বাদী ও বিবাদীদ্বয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে নিজেরায় ২ লক্ষ টাকায় আপোষ মিমাংসা করে এবং থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া ২ জনকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য হাবিবুর রহমান হাবীব দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের এক জরুরী সভার আহবান করা হয়। সভায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব এর বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ উঠলে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়। টাকা চুরির দায়ে সে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তার বিরুদ্ধে টাকা চুরির বিষয়ে পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যার কারনে তার দ্বারা প্রেসক্লাব সহ সাংবাদিকদের সম্মানহানি হয়েছে। যারফলে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবীব কে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং সাধারণ সভায় তদন্ত সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে ব্যবসায়ী ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক শমসের আলী বলেন, আমি হাবীব কে নিজের ছোট ভাই এর মতো ভালোবাসতাম। সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আলমারি ভেঙ্গে চুরি করেছে। আমি থানায় লিখত অভিযোগ দিয়েছিলাম। পরে স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসা হলে থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় তাদেরকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় নির্মাণাধীন ভবন

থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় নির্মাণাধীন একটি সাততলা ভবন থেকে পড়ে ইয়াসিন আলি
(২৬) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে। এঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক। রোববার (১৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে শহরের মুক্তিপাড়ায় নির্মাণকাজ করার সময় এঘটনা ঘটে।

নিহত ইয়াসিন আলি চাপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা এলাকার কুরবান আলীর ছেলে। আহতরা হলেন, নওগাঁ জেলার পানিহারা গ্রামের বিপদ রবি দাসের ছেলে উত্তম কুমার দাস (২৭) ও চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমুরদিয়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে আশিক (২৪)। আহত দুজনের মধ্যে উত্তম কুমারকে চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলি বলেন, ছাদ থেকে পড়ে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছে আমরা খবর পেয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টিম সেখানে কাজ করা শুরু করেছে ইতিমধ্যে। এখনো পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর থানার কোন মামলা বা অভিযোগ আসেনি।

চুয়াডাঙ্গার খেজুরের গুড় হারাচ্ছে ঐতিহ্য থাকছে না গুড় ও পাটালির আসল স্বাদ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলাসহ পুরো এলাকায় বইছে হিমেল হাওয়া। গত এক সপ্তাহে জেলায় বেশ কয়েকদিন রেকর্ড করা হয়েছে দেশের সর্বনিন্ম তাপমাত্রা। দিনের বেলায় মিষ্টি রোদের উপস্থিতি থাকলেও রাতে পড়ছে তীব্র শীত। শীত মৌসুমের শুরু থেকেই দামুড়হুদার গাছিরা খেজুর রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

এবার খেজুড় গুড় তৈরির জন্য অনুকুল আবহাওয়া ও গুড়ের বাজারদর ভাল থাকায় গাছিদের মুখে ফুটে উঠেছে রসালো হাসি। বাড়ি বাড়ি চলছে

খেজুর গুড়ের তৈরি আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্য পিঠা-পুলির উৎসব। প্রতি বছরই শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ উপজেলার গ্রামাঞ্চলে সকাল হলেই খেজুর রস, পিঠা ও নলেন গুড়ের মৌ মৌ গন্ধে ভরে ওঠে পুরো এলাকা। শীতের সকালে খেজুরের ঠান্ডা রস পান করা যে কতটা তৃপ্তিকর তা বলে বোঝানো যায় না।

আর খেজুর রসের পিঠা পায়েস যে কেমন মজাদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতি বছরের মতো এবারও শীতের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রসের ক্ষীর, পিঠা, পায়েস, তৈরির ধুম পড়ে গেছে। প্রতিদিনই কোন না কোন বাড়িতে চলছে খেজুরের রস ও গুড়ের তৈরি নানারকম খাবারের আয়োজন।

শীতের সকালে বাড়ির উঠানে বসে পিঠে মিষ্টি রোদ লাগিয়ে খেজুরের গরম গরম ঝোলা গুড় দিয়ে রুটি খাওয়ার ভিন্ন স্বাদ। একবার খেলে তার স্বাদ মুখে লেগে থাকে অনেকদিন পর্যন্ত।খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু পাটালি। নতুন ধানের মুড়ি আর পাটালি খুবই মুখোরোচক খাবার।খেজুরের নলেন গুড় ছাড়া শীতকালিন পিঠা-পায়েস এর উৎসবের কথা ভাবাই যায় না। আগেকার দিনে শীত মৌসুমে উপজেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের সকালের নাস্তা হতো নতুন ধানের চিড়া, ঘরে পাতা দই আর খেজুরগুড় দিয়ে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় নানারকম খাবারের ভিড়ে সেসব আজ শুধুই স্মৃতি।

সূত্রে জানা গেছে, এক সময় দামুড়হুদা উপজেলাসহ জেলার আলমডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার সব অঞ্চলই খেজুর গুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশের বিভিন্ন জেলায় এই খেজুর গুড়ের ব্যাপক চাহিদা ছিল। এ এলাকার বিভিন্ন হাটবাজার থেকে বিভিন্ন যানবাহনযোগে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ খেজুর গুড় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান হতো।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পুর্বে জীবননগর বাজারের খেজুর গুড় চালান হতো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল, কলকাতাসহ বিভিন্ন শহরে। ওই সময় ভারতের রানাঘাট ও মাজদিয়া হাটের ব্যাপারীরা এসে দামুড়হুদা সদর, কার্পাসডাঙ্গা, জীবননগরসহ পার্শ¦বর্তী এলাকা থেকে গুড় কিনে গরু ও ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যেত তাদের নিজ এলাকায়।

উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের গাছি রহমত আলি বলেন, আমি প্রায় ২০-২৫ বছর যাবৎ খেজুর রস সংগ্রহ ও খেজুর গুড় তৈরি করে আসছি। আগে এ কাজে ভালই লাভ হতো। গুড় তৈরির কাজ করে এখন আর আগের মতো লাভ হয় না।

কারণ, আগে এলাকার সব মাঠে ও গ্রামের আনাচে কানাচে খেজুর গাছ ছিল। একসাথে অনেক গাছ কাটা যেত। এখন এলাকায় খেজুর গাছ অনেক কমে গেছে।

অন্যান্য কাজের ফাঁকে একাজ করতে হয়। প্রতি বছর ভাটায় ইট ও টালি পোড়াতে বিপুলসংখ্যক খেজুর গাছ কেটে সাবাড় করা হচ্ছে। যে হারে বড় বড় খেজুর গাছ কাটা পড়ছে তাতে কয়েক বছর পরে আর রসের জন্য বড় গাছ পাওয়া যাবে না। ছোট গাছে রস তেমন একটা হয় না। রসের স্বাদও নেই। আর ছোট গাছ থেকে রস পাড়তে সুবিধা হয় তাই এসব গাছে চোরের উপদ্রব বেশি।বর্তমানে যে হারে গাছ কাটা হচ্ছে সেই তুলনায় লাগানো হচ্ছে না। গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় গুড়ের উৎপাদনও কমে গেছে।

বর্তমানে উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে প্রতি কেজি চিনির দাম ১৪০ টাকা থেকে ১৪৫ টাকা। আর প্রতি কেজি খেজুর গুড় বিক্রি হচ্ছে ১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকায়। বাজারে চিনির চেয়ে খেজুর গুড়ের দাম বেশি হওয়ায় এক শ্রেণির মুনাফালভী অসাধু গাছিরা খেজুর গুড় তৈরির সময় তাতে চিনি মিশিয়ে ভেজাল গুড় ও পাটালি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে।

এসব চিনি ভেজাল দেওয়া গুড় ও পাটালিতে আসল স্বাদ থাকছে না। ফলে ভেজাল গুড় কিনে ক্রেতারা প্রতারিত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সেইসাথে মানুষও ভুলতে বসেছে আসল খেজুর গুড়ের স্বাদ। ভেজাল খেজুর গুড় তৈরি করে হাতেগোনা কিছু অসাধু গাছি লাভবান হলেও ভেজালের কারণে এলাকার খেজুর গুড় ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। আর অভিজ্ঞ লোক ছাড়া ভেজাল ও আসল খেজুর গুড় সহজে চেনারও উপায় নেই। তাই ভেজালের কারনে মানুষ খেজুর গুড় খাওয়ার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে।

কয়েক বছর যাবৎ গুড়ে ভেজাল দেওয়া ও সেই সাথে আসল গুড়ের উৎপাদন কমে যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব।তাই ভেজাল গুড় উৎপাদনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন ভোক্তাসাধারণ। তবে এত প্রতিকূলতার মাঝেও এখনও অনেক পুরাতন গাছিরা অন্যান্য কাজের সাথে ভাল খেজুর গুড় তৈরি করে এর ঐতিহ্য ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খেজুর গাছ আমাদের রস ও গুড় দেওয়া ছাড়াও ছায়াদান, জ্বালানি সরবরাহসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে নানাভাবে উপকার করে থাকে। তাই এ গাছ থেকে সুমিষ্ট রস গুড় পেতে, আমাদের জীবনের প্রয়োজনে পরিবেশ বাঁচাতে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের উচিত নির্বিচারে খেজুর গাছ কাটা বন্ধ করা ও সেই সাথে আরও

বেশি বেশি করে খেজুর গাছ রোপণ করা।

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে জমিসহ বাড়ি কিনে বিপাকে মহাসিন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে জমিসহ বাড়ি কিনে বিপাকে পড়েছে দর্শনার মিজান নামের এক ব্যবসায়ী। এ বাড়িকে কেন্দ্র করে বিক্রেতার পরিবারের সাথে ঝামেলায় থানা পুলিশে অভিযোগের পর আদালতে করে নোটিস।

মিজানুরের অভিযোগে জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের মোল্লা পাড়ার মৃত আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে মিলন উদ্দীন মোল্লার নিকট হতে গত ৭ মাস পূর্বে ০৫৬৮ একর জমি ও একটি গোডাউন ভবন সহ পাকা বাড়ি ক্রয় করেন দর্শনা শ্যামপুর গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান। এ ক্রয়কৃত জমিসহ বাড়ি দখলে নিয়ে বাড়ি বসবাস শুরু করেন মিজান। তার ক্রয়কৃত জমি ও গোডাউন সহ বাড়িটি ক্রয়ের কিছুু দিনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন হাউলী গ্রামের ফকির মোহাম্মদের

ছেলে মহসিন আলীর নিকট বিক্রি করে দেয়। এ বিক্রিকৃত বাড়ির ক্রেতা মহসিন আলীকে বিক্রেতা মিজানুর রহমান বুঝিয়ে দিতে গেলে পূর্বের বিক্রেতা মিলন উদ্দীন মোল্লার পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে বিরোধ সৃস্টি হয়। এ বিরোধের জেরে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ ও দর্শনা থানা পুুলিশ পর্যন্ত গড়াই। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা আদালতে ফৌজদারীর কার্যবিধি আদেশ জারী করে একটি নোটিশ করে মহসিন বিবাদীদের বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারী মিজানুর রহমান আরো জানায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের মোল্লা পাড়ার মৃত আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে মিলন উদ্দীন মোল্লার কাছ থেকে ওয়ারিশ সুত্রে প্রপ্য হয়ে তার নিজ নামে খারিজ করে ৮.২৪ এবং খাজনা দেওয়া গোডাউন-বাড়ি সহ জমি ক্রয়ে সহমত প্রকাশ করে মিজানুর

রহমান। মিজানুর রহমান খরিদ করে মিজান যার জমির পরিমান. ০৫৬৮ খরিদ করে।মিজান ১৪/০৬/২৩ যার দলিল নং ৪৮৭৭ এবং ভোগ দখল করে কনষ্টোকশনের কাজ করে। মিজান পুনরায় বাড়ি ও গোডাউন বিক্রি করতে চাইলে মহাসিন কেনার সহমত পোষন করে। পুনরায় মিজান মহাসিনের কাছে বাড়ি ও গোডাউনসহ জমির পরিমান .০৫৬৮ একর বিক্রি করে।এরপর মহাসিন খারিজ খাজনা নামপত্বন ও খাজনা পরিশোধ করে মিজানের নিকট থেকে জমিসহ বাড়ি ও গোডাউন বুঝে নেন।

পরবর্তীতে দোস্ত গ্রামের মোল্লা পাড়ার মৃত্য আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে রাজু আহম্মেদ ও তার স্ত্রী সাবিনা ইয়াছমিন, বড় ভাই আব্দুল জলিল মোল্লা ও তার স্ত্রী রেহেনা পারভীন, ও রাজুর মা আরফান নেছা মহাসিনের ক্রয় কৃত জমি ও বাড়িতে তালা লাগায়।

এতে মহাসিন কোন উপায়ন্ত না পেয়ে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় বসে সালিস বৈঠক। বৈঠকে পুলিশ রাজুদের দোষ প্রমানিত হয় এবং স্বীকার করে তালা খুলে দেওয়ার কথা বলে। পুনরায় তালা না খুললে গ্রামের মন্ডল মাতবর সালিস বৈঠক করে তালা খুলে দেয়। এর পর মহাসিন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করার অবস্থায় আবার রাজু গং তাদের তালা বদ্ধ করে রেখে দেয়। এবং বিভিন্ন ভাবে প্রান নাশের হুমকি অব্যাহত রেখেছে।এ ঘটনায় মহাসিন হিজলগাড়ি ক্যাম্প পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে তালা খুলে তাদের উদ্ধার করে।পুনরায় আবার তালা লাগায়।

গত ৪ জানুয়ারি হিজলগাড়ি পুলিশ ক্যাম্পে সালিস বৈঠক বসে। সালিস বৈঠকে তার ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে তালা খুলে মহাসিনের কাছে হস্তান্তর করে। পরে গত ৯ জানুয়ারী সন্ধায় ঘরের গেটে ঝামেলা থাকার কারনে মিস্ত্রী নিয়ে ঘরের কাজ করে। পুনরায় আবার রাজু গং তালা মারে ঘরে। মহাসিন ক্রয় করে মিজানের নিকট থেকে এবং ঘটানাটি মিজনকে জানালে মিজান ঐ জমিতে যায়। জমিতে তালা খুলতে গেলে মার গালিগালাজ ও শ্বাসরুদ্ধ করে এবং প্রাননাশের হুমকি দেয় এবং মেয়ে ছেলে মিলে এমন কি ঝাটা পিটা করে। যা ভিডিও ধারন করা আছে এবং মহাসিন ও মিজানের কাছে থাকা দেড় লক্ষ টাকা ২ টা স্বর্নের চেইন ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় অভিযোগ করে।

এ বিষয়ে জমি ক্রেতা মহাসিন আলী চুয়াডাঙ্গা আদালতে মৃত আব্দুল কাদের মোল্লার ছেলে রাজু আহম্মেদ, আব্দুল জলিল মোল্লা, রাজু আহম্মদের স্ত্রী সাবিনা ইয়াছমিন, আব্দুল জলিল মোল্লার স্ত্রী রেহেনা পারভীনের বিরুদ্ধে ফৌজদারীর কার্যবিধি আদেশ জারী করে

একটি নোটিশ করেছে। এ জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে যে কোন সময় ঘটতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তাই প্রশাসনের উপর হস্তক্ষেপ কামনা করছে সুধি মহল।

দর্শনায় চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল ৬ ঘন্টার মাথায় উদ্ধার, গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ঘরের গ্রীলের তালা কেটে সংঘবদ্ধ চোরচক্র মটর সাইকেল চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।ঘটনার সাথে সাথে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ৬ ঘন্টার মাথায় ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন লাঙ্গলবাধ গ্রামস্থ অবদা সংলগ্ন জনৈক রফিকুল শেখ এর চায়ের দোকানের পার্শ্বে কাচা রাস্তার উপর হতে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে পুলিশ।

জানাযায় আজ ১৩ জানুয়ারি শনিবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে যে কোন সময় অজ্ঞাতনামা চোরেরা দর্শনা পৌরসভার বাসষ্ট্যান্ড সিএন্ডবিপাড়া গ্রামস্থ বাদীর বসত বাড়ীর বারান্দা হতে একটি কালো রংয়ের এফ জেড মোটরসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার বাসষ্ট্যান্ড সি এন্ডবি পাড়ার শওকত আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেন সোহাগ (৪০) দর্শনা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে।অভিযোগ দায়েরের সাথে সাথে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা এর নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মোঃ শামিম রেজা সঙ্গীয় ফোর্সসহ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা এবং স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্তি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান পরিচালনা করে দুপুর ৩ টার দিকে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন লাঙ্গলবাধ গ্রামের অবদা সংলগ্ন জনৈক রফিকুল শেখ এর চায়ের

দোকানের পার্শ্বে কাচা রাস্তার উপর হতে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে।সেই সাথে মোটরসাইকেল চোরচক্রের মৃল হোতা সেলিম মন্ডলকে (৩৭) গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত সেলিম রাজবাড়ী জেলার কালুখালী থানার চর নারায়নপুর গ্রামের ইসলাম মন্ডলের ছেলে। আজ তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সেতু নির্মাণের দাবি থাকা সত্ত্বেও ৫০ বছরে সুফল মেলেনি

একটি সেতুর অপেক্ষায় কয়েক দশক পার করেছেন মনাকষা-এলাহীনগরসহ আশপাশের কয়েক গ্রামের হাজারো মানুষ। এখন সাঁকোই ভরসা তাঁদের। নিজেদের বানানো সেই সাঁকো দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন তাঁরা। এতে অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়তে হয় তাঁদের।

স্থানীয়রা জানান, বিগত ১৯৭২ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের খাল খনন করা হয় উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা ও এলাহীনগর গ্রামের মধ্য দিয়ে। এর ফলে পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি গ্রাম আলাদা হয়ে যায়। সেই সময় মনাকষা গ্রামে তিন রাস্তার মোড়ে সাপ্তাহিক কাঁচাবাজার থাকায় একটি সেতু নির্মাণের দাবি থাকা সত্ত্বেও ৫০ বছরে সুফল মেলেনি। ফলে মনাকষা, এলাহীনগর, হাড়গাড়ী, সুকচা ও বাজিতপুরসহ আশপাশের অনেক অঞ্চলের মানুষের কাছে আধা কিলোমিটার যাতায়াতের রাস্তা এখন হয়ে গেছে ২-৩ কিলোমিটার। সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগামী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তাদের ৫ মিনিটের রাস্তা পারি দিতে লাগে আধা ঘণ্টারও বেশি। তবে দূরত্বের চেয়ে বেশি সমস্যা নির্জন মাঠের নিরাপত্তাহীনতা। ফলে অনেক অভিভাবক তাঁদের মেয়ের পড়া বন্ধ করে দিয়ে বাল্যবিয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে হাড়গাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জান্নাতুন নাহার অ্যানির সাথে

কথা হলে তিনি জানান, তার মেয়ে পাইকপাড়া জন-কল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। একটি সেতুর অভাবে প্রায় ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে পায়ে হেটে তাকে স্কুলে যেতে হয়। পথে অনেক বখাটে ছেলেরা উত্যক্ত করে। সেকারণে বাড়ির কাজ শেষে মেয়েকে নিয়ে ছুটতে হয় স্কুলের পথে।

এলাহীনগর গ্রামের এক স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী সোনিয়া আর্ফিন তন্নী বলেন, বর্ষার সময় স্কুলে যেতে অনেক কষ্ট হলেও ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো পাড় হয়ে যেতে হয়। বৃষ্টির দিনে সড়কে কাদাঁ-মাটিতে জামাকাপড় নোংরা হয়ে যায়। এ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও ব্রিজ নির্মাণ হয়নি।

পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো, রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘রাস্তা খারাপের কারণে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে চায় না। আবার আসতেও বিলম্ব হয়। তবে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় ওই রাস্তায় ঝোপজঙ্গল রয়েছে। বখাটেরা প্রায়ই মেয়েদের বিরক্ত করে। আমি গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সমস্যার সাময়িক সমাধান দিতেই একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দিয়েছি। কিন্তু এটা ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে একটা সেতু এপার- ওপার মানুষের মাঝে দারুণ সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। দিতে পারে সব সমস্যার সমাধান।’
কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, আপাতত বাঁশের সাঁকো বানানো হয়েছে। তবে সেটাও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ বাচ্চা ও বৃদ্ধদের জন্য সাঁকো পারাপার ঝুঁকির। আমাদের একটা সেতু খুবই দরকার।’

চুয়াডাঙ্গা প্রধান প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, আপাতত আমাদের কোন বাজেট নাই। তবে ব্রিজ অথবা ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা নিবো। তিনি আরো বলেন, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ আমরা যে বরাদ্দ পেয়ে থাকি, তা দিয়ে এ রকম বড় সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়।

আলমডাঙ্গায় নারী ইউপি সদস্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার শ্যামপুর গ্রামের এক নারী ইউপি সদস্যের বাড়িতে নির্বাচন পরবর্ত্তী হামলার অভিযোগ উঠেছে। রোকসানা খাতুন নামের ওই নারী ইউপি সদস্য এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, সদ্য অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কুমারি ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ৯ জন ইউপি সদস্য বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনি প্রচার প্রচারণা করেন। নির্বাচনে শ্যামপুর গ্রামের মহিলা ইউপি সদস্য রোকসানাসহ কয়েকজন এম.এ রাজ্জাক খান রাজের ফ্রিজ প্রতিকের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এদিকে নির্বাচনের পর নৌকার সমর্থকরা নৌকার প্রতিকের বিপক্ষে ভোট করায় তর্কাতর্কিসহ তাকে হুমকি ধামকি দিতে থাকেন। এরই এক পর্যায়ে তারা গত শুক্রবার রাতে ওই নারীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয় নারী ইউপি সদস্য রোকসানা খাতুন ও তার স্বামী রাশিদুল ব্যক্তিগত কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত মোটরসাইকেলের উপর থেকেও বাঁশের লাঠি দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে। এতে রোকসানা খাতুন ও রাশিদুল আহত হয়। এছাড়া নারী সদস্য ও তার স্বামীকে অভিযুক্তরা মোবাইলে ও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের গোপিবল্লভপুর গ্রামের মৃত গোপালের ছেলে টুটুল (৪৫), মৃত রমজান মন্ডলের ছেলে রহমত আলী (৪০), মৃত আজিবর রহমানের ছেলে সোহেল (৪০), মৃত খোদা বক্সের ছেলে জাহাঙ্গীর (৪৬)সহ আরও ৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।